কর-ভ্যাট আদায়

গ্রেপ্তারি ক্ষমতা আগেই ছিল!

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বেশ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। ক্ষিপ্ত হয়েছেন ব্যবসায়ীদের ওপর যারা ভ্যাট আদায়ে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করছেন, তাদের ওপর। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে আন্দোলন করে লাভ হবে না। সরকারের পাওনা কর দিতেই হবে। তিনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে প্রয়োজনে আমদানিকৃত পণ্য খালাস করতে না দিয়ে আটক করে রাখা হবে।

সাইফুর রহমানের এই বক্তব্য হুমকি, ধমক বা সতর্কতা যাই বলা হোক না কেন এবং এর যৌক্তিকতা যাই হোক না কেন, বিষয়টি হালকা করে নেয়ার অবকাশ নেই মোটেও। সে বিশ্লেষণে যাওয়ার আগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একটি ব্যাখ্যা নিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ভ্যাট আদায়ে সহকারী কমিশনারদের গ্রেপ্তারি ক্ষমতা দেয়ার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যবসায়ীদের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং সরকারি ভ্যাট সন্ত্রাস তৈরি করার প্রতিবাদের পত্র-পত্রিকায় যে ঝড় উঠেছে তা সামাল দিতেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এক ব্যাখ্যা দিয়েছে। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'কর কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারের ক্ষমতা প্রদান নতুন কিছু নয়। শুল্ক, আবগারি ও মূল্য সংযোজন আইনে কর্মকর্তাদের ফৌজদারি কার্যবিধির অনুসরণ করাসহ গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে পরিদর্শকদের গ্রেপ্তারের কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি।' তাই যদি সত্যি হয় তাহলে এনবিআর একমাসের বেশি সময় ধরে চুপ করে বসে ছিল কেন? ZvQvov GB e¨vL¨v †h mZ¨ bq Zv cgwYZ n‡q‡Q K‡qKw`b Av‡M GbweAv‡ii Av‡iK wmׇš| †mLv‡b ejv n‡q‡Q †h mnKvix Kwgkbvii c‡qvR‡b Ki cwi`kK‡`i †MÖßvi ¶gZv n¯vši Ki‡Z cviZ, Zv envj _vK‡Q bv| G †_‡K GUv ¯úó †h GbweAvi c‡iv welq wb‡q weåwš mwó K‡i‡Q B‡”Q K‡iB| আসলে বকেয়া আদায়ের জন্য ১০ জুন জারিকৃত আদেশে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বললে এবং প্রচার মাধ্যমে তুলে আনা হলে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো না। মুশকিল হলো, সরকারি আমলা ও কর্মকর্তারা কখনোই প্রথম থেকে কিছু স্পষ্ট করে বলবে না, পত্র-পত্রিকার কাছে মুখ খুলবে না। বিভ্রান্তি ও জটিলতা যখন বেড়ে যাবে, তখন একটি দায়সারা গোছের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবে।

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান

এনবিআর আরো বলেছে যে বকেয়া ভ্যাট ও কর আদায়ে বারবার তাগাদা দিয়ে ব্যর্থ হয়েই নাকি ৫৬ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, বিপুল পরিমাণ বকেয়া নিয়ে এনবিআর এতোদিন কি ঘুমিয়ে ছিল? যারা ফাঁকি দিচ্ছে, তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও পরিশোধ করছে না, তাদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিলে কি হতো? মজার বিষয় হচ্ছে, ভ্যাট আদায়ে গ্রেপ্তারি ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের কারণে এখন একে একে এসব তথ্য বেরিয়ে আসছে যা এতোদিন গোপন রেখে অসাধু কর কর্মকর্তারা সুবিধা লুটছিল। জানা গেছে, বর্তমানে দেশে যে প্রায় ৪৬ হাজার আমদানিকারক রয়েছে, তাদের প্রায় ২৩ হাজারেরই নাকি ঠিকানা ভুয়া। এরা এসব ভুয়া ঠিকানায় পণ্য আমদানি করে কর ও ভ্যাট ফাঁকি দিচ্ছে। এই অবস্থায় এনবিআর এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়েছে ঋণপত্রের ঠিকানা ধরে এদের খুঁজে বের করার জন্য। এটি নিঃসন্দেহে বিরাট অপরাধ। এভাবে যারা ভ্যাট ও কর ফাঁকি দিয়ে আসছে তাদেরকে শাস্তি দিতেই হবে। তবে, এই ভুয়া ২৩ হাজার ঠিকানা তো দু'একদিনে বা দু'এক বছরে হয়নি। হয়েছে বছরের পর বছর ধরে। এবং এ কাজে এনবিআরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যে সম্পৃক্ততা রয়েছে তা সর্বজনবিদিত। বর্তমানে ২০০ কোটি টাকার ভ্যাট যে বকেয়া হয়েছে তার জন্য অসাধু কর কর্মকর্তারাও কম দায়ী নয়। আর সে কারণেই বারবার বলা হচ্ছে কর প্রশাসনকে সংস্কার করার জন্য, সৎ কাজে পুরস্কার ও অসৎ কাজে তিরস্কার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করার জন্য।

সাইফুর রহমান অবশ্য কর কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেছেন যে কর-ভ্যাট আদায়ের নামে হয়রানি করা যাবে না। তিনি কর পরিদর্শকদের বাড়িতে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে না যাওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, টেলিফোনে ও চিঠিতে যোগাযোগ করতে। এতে কাজ না হলে ব্যবস্থা নিতে। সেক্ষেত্রে সহকারী কমিশনাররা সরাসরি যোগাযোগ করবে। বর্তমানে যে ৩১৬টি ভ্যাট পরিদর্শক পদ শূন্য রয়েছে সেগুলো পূরণের ব্যবস্থাও করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। অর্থমন্ত্রী আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। সেটি হলো, বকেয়া নোটিশ দিলেই অনেক ব্যবসায়ী আদালতে চলে যায়। বর্তমানে অনেকগুলো মামলা আদালতে ঝুলে আছে। এগুলো নিষ্পত্তি করা না গেলে কর আদায় হবে না। তবে এসব মামলা বেশিরভাগই রাঘববোয়াল বা বড় ব্যবসায়ীরা করেছে, ছোট ব্যবসায়ীদের সংখ্যা কম। তবে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা যে প্যাকেজ ভ্যাটের কথা বলছে সেটার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। কারণ, এদের অনেকেই নিয়মমাফিক ব্যবসা করেন না, ট্রেড লাইসেন্সও ঠিক নেই।

আমরা আগেও বলেছি এখনও বলছি, কর ভ্যাট আদায় বাড়াতে হলে কর প্রশাসনকে যথাযথ সংস্কার করতে হবে। কর প্রশাসনে গড়ে ওঠা দুর্নীতিবাজ চক্র ভাঙতে হবে। সাত হাজার টাকার বেতন-ভাতাভোগী সহকারী কমিশনারের পক্ষে লাখ লাখ টাকা বকেয়া কর সৎ ও সুষ্ঠুভাবে আদায় করা সম্ভব নয়। কর কর্মকর্তাদের বেতন, সুবিধা ও নিরাপত্তা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে জোরদার করতে হবে তদারকি। এছাড়া সামাজিক সচেতনতা ও প্রচারণাকেও বাড়াতে হবে। না হলে কর-ভ্যাট আদায় সন্ত্রাসের আকারই ধারণ করবে।

আসজাদুল কিবরিয়া